যুগান্তর

তারিখ ... 21 JUN 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১১ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক সমাপনীতে পদে পদে দুর্নীতি

মুসতাক আহমদ

- কাঙ্ক্ষিত ফল ও বৃত্তি না পাওয়ায় প্রায় ৩৫ হাজার অভিযোগ
- চ্যালেঞ্জের পর ৮ হাজার শিক্ষার্থীর ফল পরিবর্তন
- দুর্নীতির দায়ে ১৭ শিক্ষক দুই শিক্ষা অফিসার, ২ জন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরসহ বেশ কয়েকজনকে শাস্তি

ময়মনসিংহ জেলার ফুলপুরের ডালিয়া আদর্শ কিন্ডারগার্টেনের ছাত্রী ফারজানা আক্তার সুমী ২০১৪ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে। কিন্তু সে বৃত্তি পায়নি। অথচ তারই ক্লাসে জিপিএ-৪.২০ পেয়েও বৃত্তি পেয়েছে এক শিক্ষার্থী। সুমীর অভিভাবক প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরে (ডিপিই) এ বিষয়ে অভিযোগ করেন। পটুয়াখালীর বাউফল-দাসপাড়া মডেল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী সাবেকুন্নাহার মেভিজের অভিভাবকরাও একই অভিযোগ করেন। মেভিজের ক্লাসের ২৩ জন বৃত্তি পেয়েছে। কিন্তু সে পায়নি। অথচ ক্লাসে তার রোল নম্বর ৯। ঢাকার মিরপুর মডেল একাডেমির প্রধান শিক্ষক শুভাশীষ কুমার বিশ্বাসের অভিযোগ, তার বিদ্যালয়ের সব শিক্ষার্থী বাংলায় কম নম্বর পেয়েছে। ছাত্রীরা এত কম নম্বর পাওয়ার কথা নয়। তাদের পরিকল্পিতভাবে কম নম্বর দেয়া হয়েছে। এ বিষয়েও সংশ্লিষ্ট দফতরে অভিযোগ দেয়া হয়েছে।

ডিপিইতে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি না পাওয়া, বিভিন্ন বিষয়ে কাঙ্ক্ষিত নম্বর না পাওয়া, উত্তরপত্রে নম্বর কম-বেশি দেয়া, নম্বর যোগ করার ক্ষেত্রে (ডাটা এন্ট্রি) দুর্নীতির অভিযোগ করেছেন অভিভাবকরা। এ ছাড়া সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে স্বজনপ্রীতিসহ নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগও করেন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা। তাদের দাবি, অর্থের বিনিময়ে উত্তরপত্রে গোপন কোড নম্বর ফাঁস করে দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে নির্দিষ্ট খাতায় দেয়া হয়েছে বেশি নম্বর। কিন্তু ক্ষেত্রে রফা না হওয়ায় খাতায় নম্বর কমিয়ে দেয়ার ঘটনাও ঘটেছে। চাহিদামতো খুশি না করায় শিক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বরের চেয়ে কম নম্বর উঠানো হয়েছে রেজাল্ট শিটে।

ডিপিইসহ সারা দেশের শিক্ষা অফিসে এ ধরনের কমপক্ষে ৩৫ হাজার অভিযোগ জমা পড়েছে। এর মধ্যে অনেক অভিযোগ প্রমাণিতও হয়েছে। নম্বর কম দেয়ার মতো ৮ হাজার ঘটনা সত্যি প্রমাণিত হয়েছে। ফলে তাদের খাতা মূল্যায়ন শেষে নতুনভাবে ফল ঘোষণা করা হয়েছে। এসব ঘটনায় জড়িত থাকায় ১৭ শিক্ষক, দুই শিক্ষা অফিসার, দুই ডাটা এন্ট্রি অপারেটর এবং এক অফিস সহকারীকে সাময়িক বরখাস্তসহ নানা ধরনের শাস্তি দেয়া হয়েছে। আরও বেশকিছু শিক্ষক ও শিক্ষা অফিসারের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। পরীক্ষায় এভাবে অনিয়ম আর দুর্নীতি প্রমাণের ঘটনায় খোদ অধিদফতরে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে ডিপিই মহাপরিচালক মো. আলমগীর বুধবার দুপুরে যুগান্তরের কাছে অভিযোগগুলোর সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি দুর্নীতি : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৬